The Financial Post

DU inaugurates 'July Memory Museum' remembering the martyrs

University (DU) Correspondent

Dhaka University on Monday officially inaugurated the 'July Memory Museum' on the second floor of the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) building to pay tributes to the memory of those who were martyred and injured in the historic July 2024 mass uprising. The event

> The education adviser said, "we as a nation will carry forward the commitment of the martyrs. Countless obstacles and conspiracies will arise, but still, we will ensure justice against those involved in this killing."

was presided over by Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, while Education Adviser Professor Dr. Chowdhury Rafiqul Abrar was present as the chief guest.

Expressing gratitude to Dhaka University authorities, Abrar said that the university has undertaken sustainable programmes centering the mass uprising. Today's event is one of them. The martyrs sacrificed their lives to eliminate discrimination. They brought down autocracy and gave birth to a new Bangladesh. When a student visits this gallery, questions will arise in their mind-why did these young people give their lives Then they will be able to understand. Mentioning that Dhaka University is the birthplace of various democratic movements, he said, at one time, "we feared that our lives would end in deprivation. But because of the martyrs, that didn't happen. Though many

see page -2 col-2

DU inaugurates 'July

contd from page -8

problems remain, today we can speak freely. For that, we are forever indebted to the families of the martyrs.

The education adviser said, "we as a nation will carry forward the commitment of the martyrs. Countless obstacles and conspiracies will arise, but still, we will ensure justice against those involved in this killing." VC Niaz Ahmed said that today's event is merely an occasion to acknowledge the nation's debt. The 'July Memory Museum' has been inaugurated in a limited capacity. Gradually, it will be developed into a complete museum. This gallery is a national asset. "We must avoid political bickering and hateful attitudes regarding these matters. We will not let these topics be destroyed by political conflicts.

The events of 1969, 1971, 1990, and 2024 are part of a historical continuum. We will not allow any evil attempt to set them against each other." Abu Hossain, brother of Shaheed Abu Sayed, said that their sacrifice has inspired people. The discrimination-free Bangladesh they dreamt of must be realised. At the same time, we want to ensure that no one has to take to the streets again for a just cause. The welcome speech at the event was delivered by Pro-VC (Admin) and covenour of the 'July Memory Museum' committee, Professor Dr. Sayma Haque Bidisha, while conducted by Professor Robaet Ferdous of the Department of Mass Communication and Journalism.

Also present at the event were Dhaka University Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury, father of July Uprising martyr Farhan Faiyaz, Alhaj Shahidul Islam Bhuiyan; father of Shaheed Wasim Akram, Shafiul Alam; father of Shaheed Mir Mahfuzur Rahman Mugdho, Mir Mostafizur Rahman; brother Mir Mahbubur Rahman Snigdho; brother of Shaheed Abu Sayed, Abu Hossain; deans of various faculties, the proctor, chairpersons of different departments, directors of institutes, hall provosts, faculty members, student organization representatives, and injured students. At the meeting, prayers were offered for the forgiveness of the martyrs' souls and the recovery of the injured. The prayer was led by Associate Professor Md. Rafiqul Islam of the Arabic Department.

The New Age

Mir Mostafizur Rahman, father of July victim Mir Mugdho, inaugurates July Memorial Archive on the second floor of the DUCSU building at Dhaka University on Monday. – New Age photo

DU opens July memorial archive

Shaikh Rafid Karim

VICE-CHANCELLOR of Dhaka University Professor Niaz Ahmed Khan at a discussion on Monday said that as the events of 1969, 1971, 1990 and 2024 were interconnected, any attempt to use them for dishonest purposes would be resisted.

'We must not allow political polarisation or hostility to undermine it. The events of 1969, 1971, 1990, and 2024 are interconnected. Any attempt to use them for dishonest purposes will be resisted,' he said.

He made the remark at the discussion at the Dhaka University Central Students' Union cafeteria following the inaugural ceremony the July Memorial Archive on the second floor of the DUCSU building.

In memory of the people killed and injured in the July-August mass uprising in the past year, DU authorities inaugurated the July Memorial Archive.

Presided over by the Professor Niaz Ahmed Khan, the event was attended by education adviser Professor Chowdhury Rafiqul Abrar as chief guest.

Chowdhury Rafiqul Abrar thanked the university authorities for undertaking what he termed a sustainable initiative to preserve the spirit of the uprising.

'Today's event is part of a broader effort. The martyrs sacrificed their lives to end injustice. Their blood strengthened the movement and inspired people across the country,' he said.

Referring to the university's role in democratic movements, he said, 'The July uprising is a continuation of that legacy. We can now speak freely, and for that, we owe a lifelong debt to their families.'

Martyred Farhan Faiyaz's father Shahidul Islam Bhuiyan said, 'My only son had no interest in a government job. Yet he joined the movement against injustice. The fascist regime targeted him and shot him in the chest.'

Wasim Akram's father Shafi Alam said, 'He did not join the movement for personal gain. We want a country free of discrimination.'

Mir Mostafizur Rahman, father of martyr Mugdho, said, 'My son was not just handing out water and biscuits that day; he worked to stop the police from disappearing the bodies of the dead.'

Martyr Abu Sayed's brother Abu Hossain said, 'Their sacrifices inspired the people of the country.'

Their dream of a just and equal Bangladesh must be fulfilled, he added.

Pro-VC for administration and convener of the archive committee, Professor Sayema Haque Bidisha delivered welcome address at the event, which was conducted by Professor Robayet Ferdous of the department of mass communication and journalism.

দৈনিক বর্তমান

ঢাবিতে গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' উদ্বোধন

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের দ্বিতীয় তলায় ২১ জুলাই ২০২৫ সোমবার 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা'-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। পরে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংগ্রহশালাটি ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) এবং 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, শহীদ ওয়াসিম আকরামের বাবা শফিউল আলম, শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের বাবা মীর মোস্তাফিজুর রহমান, ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, শহীদ আবু সাঈদের ভাই আবু হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রক্টর, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, হল প্রভোস্টবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রসংগঠনের প্রতিনিধি এবং আহত শিক্ষার্থীবৃন্দ। সভায় শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং আহতদের সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. রফিকুল ইসলাম। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গণ-অভ্যুত্থানকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি টেকসই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আজকের এই আয়োজন সেগুলোর মধ্যে একটি। শহীদরা দেশের জন্য, বৈষম্য দূর করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের এই আত্মবলিদান আন্দোলনকে বেগবান করেছে। সারাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে নতুন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে তারা। আগামী ৩০ বছর পরও কোনো শিক্ষার্থী এই সংগ্রহশালায় ঘুরতে আসলে তাদের মনে প্রশ্ন জাগবে, কেন এই তরুণরা জীবন দিয়েছেন। তখন তারা অনুধাবন করতে পারবেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগার। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের আন্দোলন। এই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তারা দেশের সূর্যসন্তান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন, হবেন। একসময় আশংকা করেছিলাম, অধিকার বঞ্চিত প্রজা হিসেবে আমাদের জীবন শেষ হবে। কিন্তু শহীদদের কারণে সেটি হয়নি। অনেক সমস্যা রয়েছে, তবুও বর্তমানে আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছি। সেজন্য শহীদ পরিবারগুলোর কাছে আমরা চিরঋণী। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শহীদদের অঙ্গীকারকে জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো। শত বাধা আসবে, ষড়যন্ত্র হবে তারপরও আমরা এই হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত ছিলো তাদের বিচার নিশ্চিত করবো। সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান ঋণ স্বীকারের উপলক্ষ্য মাত্র। জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালাটি সীমিত পরিসরে উদ্বোধন করলাম। ধীরে ধীরে এটিকে পূর্ণাঙ্গ জাদুঘরে পরিণত করা হবে। এই সংগ্রহশালা জাতীয় সম্পদ। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলাদলি ও হিংসাত্মক মনোভাব পরিহার করতে হবে। রাজনৈতিক দলাদলির কারণে এবিষয়গুলোকে নষ্ট হতে দেবো না। ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ এবং ২০২৪ প্রতিটি ঘটনার ধারাবাহিকতা রয়েছে। এগুলোকে মুখোমুখি করার দুরভিসন্ধি আমরা করতে দিবো না। স্বাগত বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের ও শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখতে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শহীদদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সরবরাহ করে পরিবারগুলো এই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেজন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, এই সংগ্রহশালার পুরো কাজটি এখনো সম্পন্ন হয়নি। এটি চলমান রয়েছে। আলোচনা সভায় শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া বলেন, আমার একমাত্র ছেলে ফাইয়াজ। তার সরকারি চাকরির কোনো ইচ্ছে ছিলো না। তারপরও বৈষম্য দূরীকরণে চলা আন্দোলনে সে গিয়েছিলো। ফ্যাসিস্ট সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে রাস্তায় নেমে ছিলো। তাকে টার্গেট করে বুকের মাঝখানে গুলি করে হত্যা করা হয়। সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে আমরা যেন তাদের রেখে যাওয়া স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে পারি সে প্রত্যাশা করছি। শহীদ ওয়াসিম আকরামের বাবা শফি আলম বলেন, আমার ছেলেকে প্যান্টের বেল্টের নিচ দিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। শুধু সরকারি চাকরি পাবে সেজন্য ওয়াসিম আন্দোলন করেনি। আমরা বৈষম্যহীন একটি দেশ দেখতে চাই। শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের বাবা মীর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমার ছেলে ওইদিন শুধু পানি ও বিস্কুট বিতরণ করেনি। সে নিহতদের লাশ যাতে পুলিশ নিয়ে গিয়ে গুম করতে না পারে সেজন্য চেষ্টা করেছে। আহতদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। তাকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা চাই এইসব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত হোক। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকুক। কোনো কালো থাবা যাতে এই দেশের ওপর আর না পড়ে। শহীদ আবু সাঈদের ভাই আবু হোসেন বলেন, তাদের আত্মত্যাগ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তারা যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছে সেটি যেন বাস্তবায়িত হয়। একই সঙ্গে আমরা চাই, আর যেন কোনো ন্যায্য বিষয়ের জন্য কাউকে রাস্তায় নামতে না হয় সে ব্যবস্থা করা হোক।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Asian Age

We are eternally indebted to the martyrs: C R Abrar

▸ AA News Desk

Education Adviser Prof. Dr. Chowdhury Rafiqul Abrar on Monday said the nation is eternally indebted to the martyrs of July uprising (2024) as they have set us free from all sorts of deprivation.

"Those who embraced martyrdom never thought of fleeing from their responsibilities...Rather, they fought tirelessly with all of their efforts to give us a fascism-free Bangladesh. I am deeply indebted to these martyrs," he said.

The adviser made the remarks while addressing the inauguration ceremony of the 'July Movement Memory Museum' at the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) building, reports BSS.

He said the martyrs did not aspire for long lives but for meaningful one and therefore, they are the most brave-children of the nation who even didn't think twice while sacrificing lives.

"Their sacrifices inspired people and accelerated the movement to free the country from fascism," he added.

The adviser urged the nation to preserve the glorious history of the July uprising. "Many memories of July are remained scattered across the country...we must gather and safeguard those," he added.

Thanking Dhaka University authority for taking steps for preserving the memories of the July Uprising, he said, "Even after 30 years from now on, when any student visits this museum, they will wonder why these young people sacrificed their lives. Then they will be able to understand."

The adviser called upon the government to ensure justice for the martyrs and injured at any cost.

Speaking on the occasion DU Vice-Chancellor Prof. Niaz Ahmed Khan said, "We will not let the blood of those who loved this country be tainted by partisan politics.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

৭ শ্রাবণ ১৪৩২

22 july 2025

নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ক প্যানেল আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) অ্যাপ্লাইড ডেমোক্র্যাসি ল্যাবের উদ্যোগে 'Bangladesh's Constitutional Reforms : Recommendations, Challenges and Global Best Practices' শীর্ষক এক প্যানেল আলোচনা সোমবার অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন।

অ্যাপ্লাইড ডেমোক্র্যাসি ল্যাবের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা আইডিয়া ইন্টারন্যাশনালের কনিস্টিটিউশন বিল্ডিং অ্যান্ড রুল অফ ল' প্রোগ্রামের প্রধান ড. সুমিত বিসর্য্য (Dr. Sumit Bisarya), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক রোবেল মোল্লা এবং আইন বিভাগের শিক্ষার্থী মো: মুজাহিদুল ইসলাম আলোচনায় অংশ নেন।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, সাংবিধানিক সংস্কারের বিষয়টি আমাদের জাতীয় এজেন্ডার সাথে সম্পৃক্ত। অ্যাকাডেমিক ও ■ ১১ পৃ: ৬-এর কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের দ্বিতীয় তলায় গতকাল 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা'-র আনষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে বাংলাদেশের

৩য় পৃষ্ঠার পর

ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা হতে পারে।

প্যানেল আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯টি বিভাগের দেড়শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। আলোচনা শেষে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের দ্বিতীয় তলায় সোমবার 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। পরে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংগ্রহশালাটি ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রো-ভিসি (প্রশাসন) এবং 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, শহীদ ওয়াসিম আকরামের বাবা শফিউল আলম, শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের বাবা মীর মোস্তাফিজুর রহমান, ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, শহীদ আবু সাঈদের ভাই আবু হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রক্টর, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা, হল

The Bangladesh Today

Special lecture titled 'Intangible Cultural Heritage for University Students' was held at Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury Auditorium, University of Dhaka yesterday. Photo: Courtesy

ভোরের ডাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবিষয়ক বিশেষ বক্তৃতামালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে *'Intangible Cultural Heritage for University Students'* শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতামালা গতকাল সোমবার অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ইউনেস্কো ও আইসিএইচসিএপি-এর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

দৈনিক বর্তমান

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পোস্টার প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

ঢাবি প্রতিনিধি

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পোস্টার প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'টিম নেক্সাস' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এতে ১ম ও ২য় রানার্স-আপ হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'টিম ইনসাইট' এবং 'টিম কন্ট্রোল'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাউন্টিং বিভাগ ২১ জুলাই ২০২৫ সোমবার নবাব নওয়াব আলী. চৌধুরী সিনেট ভবনে 'ইন্টার-ইউনিভার্সিটি আইএফআরএস পোস্টার প্রেজেন্টেশন' শীর্ষক এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। সকালে এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (আইএফআরএস) সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পেশাদার অ্যাকাউন্টেন্সি সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)'-এর সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। একাউন্টিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাকছুদুর রহমান সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসিএবি-এর সভাপতি এন কে এ মবিন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্স পিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. কায়সার হামিদ এবং আইসিএবি-এর কাউন্সিল মেম্বার মো. শফিকুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একাউন্টিং বিভাগের অধ্যাপক আমিরুস সালাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্ত: সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদার করতেও এধরনের আয়োজন অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, কর্পোরেট সেক্টর থেকে শুরু করে সকলক্ষেত্রে চাকরির বাজার দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে শিক্ষার্থীদের টিম ওয়ার্ক করা, উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির বিকাশ ও কর্মদক্ষতা অর্জনের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এই প্রতিযোগিতায় দেশের সরকারি-বেসরকারি ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৩টি দল অংশ নেয়।

জনকণ্ঠ

জুলাই গণহত্যার বিচারসহ ৭ দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল করে
-জনকণ্ঠ